জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - আগষ্ট ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* নেপাল: নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের অভিনন্দন
* জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে আলোচনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন
* জাতিসংঘ অর্থায়নে নির্মিত ভারতে পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করবে বিবিসি
* জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় যুব সমাজের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত- বান কি-মুন
* জনাব বান সকল সদস্য রাষ্ট্র ও আদিবাসী জনগণকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন

নেপাল: নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের অভিনন্দন

১৫ আগস্ট- জাতিসংঘ মাহসচিব বান কি-মুন আজ পুস্প কামাল ডাহালকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। প্রচন্ড নামে পরিচিত জনাব পুস্প সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান করে প্রজাতন্ত্র ঘোষনার পর দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

এক বক্তব্যে, ' তিনি নেপালের শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকল দলকে নতুন সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।'

২০০৬ সালের মে মাসে সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে প্রায় এক দশকব্যাপী গৃহ যুদ্ধের পর যাতে ১৩,০০০ লোক নিহত হয়, দেশটির ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং এখন এটি যুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী নেপালে পরিণত হয়েছে।

নেপালের সমাজতান্ত্রিক দলের (মাওবাদী) সভাপতি প্রচন্ড গণ পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন। এই পরিষদ গত মাসে দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি রাম বারন যাদবকে নির্বাচিত করে।

মহাসচিব এপ্রিল মাসের নির্বাচনকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করেন এবং একই সাথে গত মে মাসে এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'সামগ্রিক শান্তি প্রক্রিয়ায় এই নির্বাচন কেবলই একটি মাইলফলক, দেশটির জনগণের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এগুলো দুর করতে সত্যিকার অর্থে কাজ করার এবং জনগণের এসব ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের কাজ কেবল শুরু হল মাত্র।'

গত মাসে নিরাপত্তা পরিষদ UNMIN নামে পরিচিত নেপালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের মেয়াদ আরো ছয় মাস বর্ধিত করে , যাতে এটি নেপালের অস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা এবং গৃহযুদ্ধকালিন সাবেক মাওবাদী বিদ্রোহীদের পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে আলোচনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন

১৪- আগস্ট- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ দামেস্কোতে লেবানের রাষ্ট্রপতি মাইকেল সুলাইমান এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাশার আল আসাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তাঁর মখপাত্র কর্তৃক ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে মহাসচিব উলে-খ করেন, 'এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রদুত বিনিময়, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন এবং দুদেশের সীমান্ত নিয়ন্ত্রন করে দুটি দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক সম্পর্কের সুচনা হবে।'

তিনি উভয় পক্ষকে এই সিদ্ধান্ত যত শীঘ্রই সম্ভব কার্যকর করতে এবং ২০০৬ সালে থেকে কার্যকর নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ১৬৮০ এবং ১৭০১ মেনে চলতে উৎসাহিত করেন।

গতকাল মহাসচিব এবং নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর লেবাননের শহর ত্রিপলীতে ধ্বংসাত্মক বোমা হামলার তীব্র নিন্দা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন এ হামলা মধ্য

প্রাচ্যের এই দেশটির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে না।

এক বক্তব্যে উলে-খ করা হয় জনাব বান বিশ্বাস করেন, দেশটির স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে এ হামলা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না'।

জাতিসংঘ অর্থায়নে নির্মিত ভারতে পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করবে বিবিসি

১৩ আগস্ট- জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের অর্থায়নে নির্মিত একটি নতুন প্রামাণ্যচিত্র এ সপ্তাহে প্রদর্শন করবে বিবিসি। পুত্র সন্তান প্রত্যাশার কারণে ভারতে প্রায় ৭০০,০০০ কন্যা শিশু বিপন্ন হওয়ার বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মিত হয়েছে।

'দেশ বিহীন কন্যাশিশু'- এ ইস্যুটিকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের নির্ধারক ও অগ্রগামী ঘটনা হিসেবে এবং আগামী বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিতে এর ব্যাপক ফলাফল এই প্রামাণ্য চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একটি কিশোরী নারী কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যাকে হয় তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে যে কন্যাশিশু চায় না নতুবা এই কন্যাশিশুটি নিয়ে তাকে আলাদা হতে হবে।

গত বছর UNFPA এর ধারাবাহিক গবেষনায় দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন- ভারত, চীন ও ভিয়েতনামে বাবা কর্তৃক পুত্র সন্তান নির্বাচণ আগামী বছরগুলোতে একটি সামাজিক অনুসঙ্গ হিসেবে বিরাজ করবে। সংস্থা বহু বছর যাবৎ ইস্যুটি তুলে ধরার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রামাণ্য চিত্রটি প্রবীন জীবন নামক ৯ পর্বের ধারাবাহিকের একটি অংশ , যেখানে- দেশ যেহেতু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করায় সাধারন জনগণকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি কঠিন পথ বেছে নিতে হয় তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ অর্জনের অঙ্গিকার করেছেন।

উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ জনগণকে যে অবর্ননীয় প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার কাহিনী হল এই চলচিত্র। এই ধারাবাহিকের সম্পাদক স্টিভ ব্রাদশো বলেন, এই ধারাবহিকের মাধ্যমে আমরা দেখি যে মানুষকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা তাদের সমগ্র জীবনধারাকে পরিবর্তন করে দেয়।

প্রতিটি চলচ্চিত্রই হল সাধারণ জনগণের অসাধারণ সিদ্ধান্ত নেয়ার কাহিনী- যেখানে আছে কঠিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকট। এর সঠিক উত্তর কোনটি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়র লক্ষ্যসমুহ অর্জিত হোক বা না হোক এর পুঞ্জিভুত প্রভাব কি হবে তাও তারা জানেনা।

জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় যুব সমাজের সক্রিয় ভুমিকা পালন করা উচিত- বান কি-মুন

১২ আগস্ট- আন্তর্জাতিক যুব দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন উলে-খ করেন- যুবসমাজ যারা ব্যাপকভাবে নতুন নতুন অভ্যাস ও প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে চলছে তারাই জলবায়ুর পরির্তন মোকাবিলায় সবচেয়ে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

১২ আগস্ট উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর বাণীতে জনাব বান বলেন, 'তারা সহজেই নতুনকে গ্রহণ করে এবং তারাই দ্রুত স্বল্প-কার্বন নিঃ-সরনশীল জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হতে এবং প্রাত্যহিক জীবনেও তা অব্যহত থাকে এমন বিষয়কেই ক্যারিয়ারের জন্য নির্বাচন করতে পারে। যুব সমাজকে স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুযোগ দেয়া উচিত। তারা এমন সব বিষয়ে জোড়ালো সমর্থন করতে পারে যা পরবর্তীতে একটি দুরদৃষ্টিপুর্ণ আইন প্রণয়নে সহায়ক হবে।'

মহাসচিব সতর্ক করে দিয়ে বলেন ,চিহ্নিত করা না হলেও জলবায়ু পরিবর্তন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ (MDGs) অর্জনের পথে এমন জট তৈরি করতে পারে যা থেকে হয়ত আর মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দারিদ্র-বিরোধী এই লক্ষ্যসমুহ ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করার অঙ্গীকার করেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে যদি আমরা বৈপ-বিক পরিবর্তন না আনি তাহলে ২০০৮ সালে যারা যুবক তারা যখন আমার বয়সী হবে তখন এই পৃথিবী হয়ত বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।'

তিনি আরো বলেন, 'আজকের যুব সমাজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের পুর্বপুরুষদের উত্তরাধীকারসুত্রে রেখে যাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তনের ফল ভোগ করবে আগামীতে।'

তিনি বলেন, 'অনেক উন্নয়নশীল দেশে যুব সমাজ বিশেষ করে কন্যাশিশু ও যুবতী নারীরাই সচরাচর খামার পরিচালনা, পানির উৎস অনুসন্ধান এবং জ্বালানী কাঠের সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন পানির সহজলভ্যতা, কৃষি উৎপাদন ও বাস্তব্যবস্থার স্থায়ীত্বকে প্রভাবিত করে সেহেতু একাজগুলো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে এবং শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা থেকে দুরে থাকার সময়কে আরও দীর্ঘায়িত করতে পারে।'

দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসুচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ ৫০ জনকে আন্তর্জাতিক যুব দিবসে কাঠমন্ডুতে-নেপাল মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের সদর দফতরে (OHCHR-Nepal) আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অতিথিরা OHCHR এর দফতর পরিদর্শন ও দফতর প্রতিনিধি

ও সহকারি প্রতিনিধিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেন ।

জনাব বান সকল সদস্য রাষ্ট্র ও আদিবাসী জনগণকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন

৯ আগস্ট- এ বছরের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আজ জাতিসংঘ মহাসচিব জনাব বান কি-মুন বলেন, 'বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের দুর্ভোগের কাহিনী মানব সভ্যতার নিকষ কালো অধ্যায়গুলোর তালিকাভুক্ত।'

যা গতবছর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আদিবাসী জনগোষ্টির অধিকারের ঘোষণার পর প্রথমবারেরমত উদ্‌যাপিত হতে যাওয়া আদিবাসী দিবসের বাণীতে জনাব বান বলেন, 'এ ঘোষণাটি রাষ্ট্র ও আদিবাসী জনগোষ্টির মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন, সমঝোতা বৃদ্ধি এবং পুর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করার নিশ্চয়তা বিধানের অবিস্মরণীয় সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

তিনি বলেন আমি 'জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্টিকে পারস্পারিক শ্রদ্ধা বোধের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং আদিবাসী জনগোষ্টির অধিকারের ঘোষণাকে জীবন্ত দলিল হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানাই কারণ এর রয়েছে সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী ইতিবাচক ও কার্যকর প্রভাব।'

যেহেতু ২০০৮ আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ তাই তিনি সকল রাষ্ট্র, আদিবাসী জনগোষ্টি, জাতিসংঘ ব্যবস্থা এবং সংশি-ষ্ট সবাইকে বিপন্ন ভাষাগুলো রক্ষা ও সমৃদ্ধ করতে এবং এই ঐতিহ্য যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছতে পারে তা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানান। তিনি উলে-খ করেন, বিশ্বের অনেক ভাষা যার বেশির ভাগই নীরব সংকটের সম্মুখিন তা তুলে ধরার এক সুযোগ করে দিয়েছে এগুলোর বেশির ভাগই আদিবাসী জনগোষ্টির ভাষা।

তিনি বলেন, 'এ ভাষাগুলো বিলুপ্ত হলে তা কেবল বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকেই নয়, বরং মানবগোষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানকেও দুর্বল করবে।'

জনাব বান বলেন, 'আদিবাসী জনগোষ্টির প্রতি সহযোগিতা বৃদ্ধি ও তাদের অধিকার রক্ষা করতে এবং তাদেরকে প্রান্তিকতা, চরম দরিদ্রতা, তাদের ঐতিহ্যগত ভুমির অধিকার থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং তারা আরও অন্য যেসব চরম মানবাধিকার লংঘনের সম্মুখিন হয় এবং বর্তমানেও হচ্ছে সেগুলো থেকে তাদের মুক্ত করতে জাতিসংঘের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ১৯৯৪ সালে এ দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।'

অন্য আরেকটি বক্তব্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমের (UNDP) প্রশাসক জনাব কামাল ডারভিস সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আদিবাসী জনগোষ্টি এখনও অবিবেচনাপ্রসুতভাবে সেইসব ঝুকিঁপুর্ণ জনগোষ্টির অন্তর্ভুক্ত যারা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ নামে পরিচিত দারিদ্র-বিরোধী লক্ষ্যসমুহ হয়ত নির্ধারিত সময় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে পারবে না।

তিনি বলেন, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনগোষ্টি সমাজের সেই সব প্রান্তিক জনগোষ্টির অর্ন্তভুক্ত যারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা এবং ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এমন সেবা সমুহ হতে বঞ্চিত।'

জনাব ডারভিস উলে-খ করেন, বিশ্বব্যাপী UNICEF জাতীয় সরকারের সাথে আদিবাসী জনগোষ্টির অধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের, নির্বাহী পরিচালক এ্যান এম ভিনেমান বলেন, 'আদিবাসী অধিকারের ঘোষণাটিকে বাস্তবতায় রুপ দিতে শক্তিশালী রাজনৈতিক আগ্রহ, সরকারী নীতি এবং বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।'

** ** **